OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 10
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 89 - 96
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - iv, Published on October issue 2026, Page No. 89 - 96
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

বাণী রায়ের গল্প : নারী চরিত্রের বহুমাত্রিক উদ্ভাস

নিলুফার বেগম
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
তিলকা মাঝি ভাগলপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ভাগলপুর, বিহার
Email ID: nilu.ugb2014@gmail.com

Received Date *30. 09. 2026*
Selection Date *15. 10. 2026*

Keyword
Short stories, Vivid, Distinct, Multi-dimensional, Self- establishment, Inner world, Individuality, Self-identity.

Abstract
In the first half of the 20th century Bani Roy emerged as a fearless and exceptional literary figure of Bengali literature and made the Bengali literary heritage majestic from The 40's to the 80's. In contemporary literature she held as a distinctive position not merely as a female writer but also as a prominent fiction writer in Bengali literature. Although she made a good place in every branch of literature, short stories are the best specimen of her literary merit. The short stories which tell her own experience from her daily life, become the vivid instrument of the core of a women's heart. In the light of various topics and life experience she depicted the love, desire, aspirations and struggles of women from the different levels of society with deep insight. She did not limit women to the conventional identities of mother, wife or daughter rather in her stories women has emerged with distinct identities and features in various forms. She not only showed the affectionate, selfless, and generous nature of women but also she even did not think twice to make revealed the selfish, vile, cruel crooked side of them. As a result in her stories the female characters are not one-dimensional, rather they have become multi-dimensional in their human contradictions, complexities and uniqueness. The female characters made by her, are individualistic, self-conscious and self-reliant They are able to express their wishes, opinions and their desires, freely and frankly. In her Stories the women has overcome the darkness and limitations of the inner world and has stepped into the light of the outside world. They gradually searched for individuality and self-identity, sometimes they are loving, sometimes rebellious, sometimes affectionate and self-sacrificing and sometimes self-conscious. This multifaceted and multidimensional side of stern-women has provided her Stories their distinction. This research paper will explore and analyze how this diverse form of women, their inner world, personality, desires and the side of self- establishment are reflected in her stories.

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 10
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 89 - 96
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Discussion

নারী ও পুরুষের সম্মিলিত জীবনপ্রবাহেই সমাজের সৃষ্টি, আর সেই জীবনের রঙিন অভিজ্ঞতাই সাহিত্যে নানা রূপে প্রাণ পায়। সূচনাপর্বে সমাজের ন্যায় সাহিত্যেও নারীর অবস্থান ছিল প্রান্তিকায়িত। প্রাচীনকাল থেকেই সমাজ, পরিবার, এমনকি বিভিন্ন ধর্মীয় ব্যাখ্যাতে নারীকে অনেকাংশে ভোগ্যপণ্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। বাংলা ভাষার আদি গ্রন্থ চর্যাপদের নারীরা যথেষ্ট স্বাধিকার সচেতন থাকলেও আমরা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে দেখি নারী ভোগ্যা; বিশেষত রাধা, বারবার কৃষ্ণের কামনা-লালসার শিকার হয়েছে। আবার মঙ্গলকাব্যের 'বারমাস্যা' নামক অংশ তো নারীর অন্তর্বেদনা ও বিরহ-বিষাদেরই মর্মস্পর্শী ইতিকথা। কিন্তু সময়ের প্রবাহে এবং সমাজের বিবর্তনের সঙ্গে মানুষের ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা চেতনাতেও এসেছে পরিবর্তন। আধুনিক যুগে বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে নারীর স্বাধীন সত্তা ক্রমশ স্বীকৃতি লাভ করেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী'-র আয়েশা বলতে পেরেছে - 'এই বন্দীই আমার প্রাণেশ্বর' - যা নারী স্বাধীনতার প্রথম সোচ্চার উচ্চারণ। রবীন্দ্রনাথের মৃণাল, কুমুদিনী, লাবণ্য কিংবা সোহিনী - এরা তো ব্যত্যয়ধর্মী নারীচরিত্র।

স্বাধীনতা-উত্তর পর্বে নারী আর কেবল অন্তঃপুরবাসিনী নয়; জীবনের বহুমাত্রিক ক্ষেত্রে তার বিচরণ ও আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। সে আজ স্বয়ংসিদ্ধা - নিজের মেধা, দক্ষতা ও যোগ্যতার বলে তার স্বতন্ত্র অবস্থান সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। ফলে সাহিত্যে নারীমনের গভীরতম অনুভূতি, সংকট, আকাঙ্ক্ষা ও আত্মপরিচয় নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রও ক্রমশ বিস্তৃত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে নজরুলের 'নারী' কবিতাটি স্মরণীয় -

"আমার চক্ষে পুরুষ-রমণী কোনো ভেদাভেদ নাই
বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণ-কর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।"[১]

নারী ও পুরুষের সমতা প্রসঙ্গে নজরুলের এই দীপ্ত কণ্ঠস্বর অনেক লেখনীতেই ধ্বনিত। তবে দীর্ঘদিন পুরুষ সাহিত্যিকদের আবেশময় দৃষ্টিতে নারীর মোহময়ী রূপই প্রাধান্য পেয়েছে; নারীর অন্তর্জগতের বহু অনুচ্চারিত কথা থেকে গেছে অনাবিষ্কৃত। সেই অনাবিষ্কৃত রূপ সাহসিকতা, সংবেদনশীলতা ও স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে উন্মোচন করেছেন মহিলা সাহিত্যিকরা। তাঁদের মধ্যে দুঃসাহসী ও ব্যতিক্রমী সাহিত্যিক বাণী রায় (১৯১৮-১৯৯২) বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

বাণী রায় বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে আবির্ভূত হয়ে চল্লিশ থেকে আশির দশকের বাংলা সাহিত্যভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন। কবিতা রচনার মাধ্যমে সাহিত্যে হাতেখড়ি হলেও গল্প, উপন্যাস, নাটক ও প্রবন্ধ রচনাতেও তিনি সমান কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তাঁর সাহিত্যের প্রধান ও মুখ্য বিষয় নারী। একজন নারী হিসেবে তিনি নারীর অন্তর্বেদনাকে হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করে তা সাহিত্যে রূপ দিয়েছেন। বিশেষত তাঁর প্রত্যক্ষ জীবন অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ গল্পগুলি ছিল সত্যিই মর্মস্পর্শী। গল্পগুলিতে নারীর চাওয়া-পাওয়া কামনা-বাসনা, ভোগলোলুপতা, স্বার্থপরতা প্রভৃতির অকুণ্ঠিত বর্ণনায় নারী চরিত্রের জীবন্ত রূপ ফুটে উঠেছে - যা তাঁকে অন্যান্য সাহিত্যিকদের তুলনায় স্বাতন্ত্র্য দান করেছে।

সাহিত্যের প্রায় প্রতিটি শাখায় অবাধ পদচারণা থাকলেও ছোটগল্পগুলিই তাঁর সাহিত্য প্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন। তাঁর গল্পগুলি নারীর অন্তর্জগতের জীবন্ত দলিল। লেখিকা এখানে নারীর যন্ত্রনা, হতাশা, বেদনাকে যেমন তুলে ধরেছেন সেই সঙ্গে নারীর কুটিলতা-জটিলতা ও স্বার্থপরতার দিকও দেখাতে ভুলেননি। আসলে তিনি নারীকে রক্তমাংসে গড়া মানুষ হিসেবে দেখেছেন। তাঁর 'চক্ষে আমার তৃষ্ণা' উপন্যাসের নায়িকার মুখে উচ্চারিত হয়েছে –

"মানুষ হিসাবে আমার প্রথম পরিচিতি, নারীরূপে দ্বিতীয়।"[২]

এ উক্তি যেন নাট্যকার ইবসনের 'Doll's House'-এর নায়িকা নোরার বক্তব্যেরই অনুরণন। প্রকৃতপক্ষে এটি প্রতিটি নারীর আত্মমর্যাদা ও স্বতন্ত্র সত্তার গভীর আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ। বাণী রায়ের গল্পসমূহ নারীর জীবন, মনন ও অধিকার সম্পর্কে তাঁর প্রগতিশীল এবং মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির সুস্পষ্ট পরিচয় বহন করে।

নারীর বৈচিত্র্যময়ী রূপের প্রকাশক গল্পগুলিতে সমাজের নানাস্তরের মেয়েদের জীবনের প্রেম, কামনা-বাসনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বার্থপরতা ইত্যাদি চিত্রিত হয়েছে। নারী চরিত্রগুলিই এখানে মুখ্য। তিন রূপের মধ্যে দিয়ে নারীর জীবন-যন্ত্রণাকে ব্যক্ত করেছেন লেখিকা তাঁর 'কুমারী', 'বধূ' ও 'জননী' গল্পে। নিঃসঙ্গতার এক অপরূপ ভাষ্য লিখিত হয়েছে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 10
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 89 - 96
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

'কুমারী' গল্পে। ব্যক্তিগত জীবনে লেখিকা নিজে ছিলেন অবিবাহিত। কুমারী' গল্পটি যেন তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতার সার। এক স্কুল শিক্ষয়িত্রীর নিরাসক্ত, উদাসীন মুখ দেখে তার জীবনকে উপলব্ধি করার প্রয়াস করেছেন লেখিকা। মা বা ভাইয়ের সাংসারিক দায়ভার বহন করতে গিয়ে নিজে থেকে গেছে অনূঢ়া, তার নির্লিপ্ত-ক্লান্ত উদাস দৃষ্টিভঙ্গিতে জীবনের প্রতি কোন প্রত্যাশা না থাকলেও বেশভূষা যেন তার গহন মনের বাসনাকে প্রকাশ করে।

> "আপনার কানে মুক্তাচুনিবসানো আশ্চার্য্য ভূষণ কেন? কার জন্য, কিসের মোহে আপনার একটিমাত্র সৌখিন সজ্জাকে প্রত্যহ ব্যবহার করে যাচ্ছেন? কোন আশা বা কোন মোহের চিহ্ন তো আপনার অনাসক্ত চাঞ্চল্যবিহীন চোখে, উদাসীন জীবনীহীন মুখে দেখা যায় না! মনে কি আপনার কোন দুঃখ আছে?"[৩]

এই নিঃসঙ্গতা আরও প্রকট হয়ে ওঠে যখন তারই পাশে লেখিকা দাঁড় করান এক সুখী দম্পতিকে। তরুণী স্ত্রীর প্রসন্ন, তৃপ্ত মুখ এবং স্বামীর প্রতি একান্ত নির্ভরশীলতা কুমারী শিক্ষয়িত্রীর মনে দীর্ঘশ্বাস জাগায় - যা তার নিজের জীবনের অপূর্ণতা ও ব্যর্থতাকেই প্রকাশ করে। সেই সঙ্গে পাঠকের মনে একটি প্রশ্নও থেকে যায় - নিঃসঙ্গতা এড়ানোর জন্যই কি নারী সমাজের প্রচলিত ধারায় নিজেকে ভাসিয়ে দিয়ে বিয়ে নামক সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়?

সংসারের যূপকাষ্ঠে বলি হয়ে একজন নারী জীবনের সর্বস্ব বিসর্জন দিয়েও নিজের সামান্যতম চাওয়াটুকুও পূরণ করতে পারে না— এই নির্মম বাস্তবতাই লেখিকা 'বধূ' গল্পে তুলে ধরেছেন। গল্পের প্রধান চরিত্র মালঞ্চ একজন সাধারণ গৃহবধূ। সংসারের অসংখ্য দায়িত্ব ও কাজের চাপে টানা তিনবছর সে বাবার বাড়ি যেতে পারেনি। পূজা উপলক্ষে বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা পূরণের আশায় সে বাবার বাড়ি যাওয়ার প্রস্তুতি নেয়। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে শ্বশুরের আকস্মিক অসুস্থতা তার সেই স্বপ্নের পথেও বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ফলে তার দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষিত ইচ্ছাটি আবারও অপূর্ণ থেকে যায়। লেখিকার কথায় –

> "আজ বাংলার গৃহে গৃহে এই সব রমণীর প্রাচুর্য্য, যাদের সহধর্মিণী বলতে কেবল শয্যাসঙ্গিনী বোঝায়; যাদের ক্লান্ত অসহায় মুখে, দীপ্তি-হীন নেত্রে যুগান্তের শ্রান্তি, ভীতিসঙ্কুল পরাধীনতা লেখা রয়েছে। আত্মা তাদের নেই, মন তাদের হত্যা করা হয়েছে! দিনের পর দিন চোখবাঁধা কলুর বলদের মত তারা সংসারের চাকা ঘুরিয়ে যাচ্ছে, অবাঞ্ছিত সন্তানের পাল লালন করছে। শ্বশুর শ্বাশুড়ির সেবা করে, ননদ জায়ের মন জুগিয়ে, স্বামীর সমস্ত দাবী মিটিয়ে তবে না বধূ নামের সার্থকতা। ... কেরাণীর ছুটি আছে, দাসদাসীর ছুটি আছে বধূর নেই।"[৪]

লেখিকা গল্পে বধূ জীবনের যন্ত্রণাময় দিকটি যেমন মর্মস্পর্শী ভাবে চিত্রিত করেছেন, তেমনি এ ও দেখিয়েছেন যে, দীর্ঘদিন ধরে পরিবারের সকল অবহেলা, অপমান ও নির্যাতন সহ্য করতে করতে একসময় সাধারণ নারীর মনেও প্রতিবাদী চেতনার জাগরণ ঘটে। গল্পের শেষে দেখা যায়, স্বামী ও শ্বাশুড়ীর ধিক্কার-ভর্ৎসনায় মালঞ্চ আর বিচলিত না হয়ে বরং তার মনে দৃঢ়ভাবে উপলব্ধি জাগে- "অন্যায় তারই ওপরে করা হচ্ছে চিরদিন।"

মায়ের আত্মত্যাগ ও নিঃস্বার্থ মমতার চিত্র বহু গল্প-উপন্যাসে ফুটে উঠেছে। কিন্তু এই আত্মত্যাগের অন্তর্নিহিত যন্ত্রণা, নিঃসঙ্গতা ও শূন্যতার রূপ বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছে 'জননী' গল্পে। আলোচ্য গল্পে কিশোরী ননদিনী মিনুর দৃষ্টিতে মাধবীর এক রাতের জীবনসংগ্রামের মর্মস্পর্শী চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। মাত্র উনিশ বছর বয়সেই তিন সন্তানের জননী মাধবী সারারাত সন্তানদের নানা আবদার পূরণ করতে করতে এবং তাদের ঘুম পাড়াতে পাড়াতে চরম ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তবুও মুখে ঘুম-পাড়ানী ছড়ার মৃদু সুর শোনা যায়, যা শুনে মিনুর মনে হয় –

> "সে সে যেন সারা বাংলাদেশের জননীদের ক্লান্ত স্বরের ক্ষীণ প্রতিধ্বনি। আধো ঘুমন্ত চোখের সামনে ভেসে আসে কত শত শত রুগ্ন, রোরুদ্যমান শিশুর শিয়রে কত রুগ্না সূতিকাগ্রস্তা জননী, ছেলেমেয়ের উৎপাতে যাদের মুখের যৌবনসুলভ লাবণ্য মুছে গেছে, যাদের অসহায় নয়ন অতৃপ্ত-নিদ্রালাঞ্ছিত।"[৫]

এই উপলব্ধির মধ্য দিয়ে লেখিকা মাতৃত্বের ত্যাগ, বেদনা ও নীরব সংগ্রামের এক হৃদয়স্পর্শী ও সর্বজনীন রূপ তুলে ধরেছেন।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 10
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 89 - 96
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

এক নারীর আত্ম আবিষ্কারের কাহিনী 'আবিষ্কার' গল্পটি। গল্পের প্রধান চরিত্র সুমিত্রা একজন আধুনিকা, শিক্ষিতা ও সুন্দরী উচ্চপদস্থ অফিসার। তার আত্মকেন্দ্রিক জীবনে পরিবার, আত্মীয়স্বজন কিংবা সামাজিক সম্পর্কের কোন স্থান ছিল না। প্রচলিত ছক বাঁধা জীবন তার কাছে আকর্ষণীয় নয়। সে নিজেকে অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র ও ব্যতিক্রমী মনে করে। নিজের মনের মতো উপযুক্ত পুরুষের অন্বেষণে সে ব্যর্থ। অন্যদিকে প্রদীপের মতো শান্ত, সংযত ও নিস্পৃহ পুরুষকেও সে অবজ্ঞার চোখে দেখে। ফলে বাহ্যিক সাফল্য থাকলেও তার জীবন ক্রমশ নিঃসঙ্গ ও শূন্য হয়ে ওঠে। এই সংকটময় সময়ে তার বান্ধবী সুধীরার আগমন সুমিত্রার জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ মোড় এনে দেয়। সুধীরার সঙ্গে কথোপকথনের মাধ্যমে সুমিত্রা উপলব্ধি –

> "ঠিক এই নিঃসঙ্গ যন্ত্রণাকে এড়াবার জন্য নারী স্বাধীনতা স্বেচ্ছায় বিসর্জন দেয়। তার সমস্ত বন্ধুরা তাই বিবাহ করছে, তাই সুধীরা বিবাহে উৎসুক সুমিত্রা কেবল নিঃসঙ্গতাকে বরণ করে নিতে যাচ্ছে। সুমিত্রার এই নিঃসঙ্গতা ভীতিজনক।"[৬]

সুমিত্রা এটাও উপলব্ধি করে যে, একাকীত্ব মানুষকে ধীরে ধীরে ক্ষয় করে, তার অবচেতন মনও প্রদীপের মতো সাধারণ গৃহস্থ জীবন সঙ্গীকেই কামনা করে - যে সংসারে থাকবে ভালোবাসা, নিরাপত্তা ও পারস্পরিক নির্ভরতার বন্ধন। এই গল্পে একাকীত্বের ভীতি কীভাবে একজন নারীকে গতানুগতিক ছকবাঁধা জীবনের দিকে ঠেলে দেয়, তারই এক মর্মস্পর্শী চিত্র ফুটে উঠেছে। সুমিত্রা চরিত্রের মাধ্যমে লেখিকা আবহমান কাল ধরে সামাজিক প্রত্যাশা ও মানসিক অনিশ্চয়তার প্রভাবে নারীর গড্ডলিকা প্রবাহে ভেসে যাওয়ার প্রবণতাকে শিল্পিতভাবে তুলে ধরেছেন।

উচ্চশিক্ষিত, আধুনিকতা মনস্ক পাঁচজন রমণীর সমস্যাসঙ্কুল জীবনের বর্ণনা পায় 'পঞ্চকন্যা' গল্পে। রূপ ও গুনে লক্ষ্মীস্বরূপিনী হওয়া সত্ত্বেও বাস্তবিক জীবনে তারা কেউই সুখী নয়। গল্পের পাঁচ বান্ধবীই অবিবাহিতা; তবে তাদের অবিবাহিত থাকার কারণ বিবাহে অনীহা নয়, বরং উপযুক্ত জীবনসঙ্গীর অভাব। এই অবিবাহিত থাকাটাই তাদের জীবনের প্রধান সমস্যা। লেখিকার দৃষ্টিতে এই সমস্যার মূল কারণ তাদের আধুনিক, যুক্তিবাদী ও বিচার - বুদ্ধিসমৃদ্ধ মনন। সমাজের প্রচলিত মানসিকতা তাদের স্বাধীন চিন্তা ও আত্মমর্যাদাবোধকে সহজে গ্রহণ করতে পারে না। বর্তমান একবিংশ শতাব্দীতেও সমাজের একটি বড় অংশ বিচারবোধসম্পন্ন ও আধুনিক নারীদের সমমর্যাদায় গ্রহণ করার মতো মানসিকতা পুরোপুরি অর্জন করতে পারেনি। ফলে দাম্পত্য জীবনে মতের অমিল, দ্বন্দ্ব এবং বিচ্ছেদের মতো ঘটনাও আজ প্রায়ই পরিলক্ষিত হয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে 'পঞ্চকন্যা' গল্পটি কেবল পাঁচ নারীর ব্যক্তিগত জীবনের কাহিনি নয়; বরং আধুনিক সমাজে নারী-পুরুষের মানসিক বৈসাদৃশ্য ও সামাজিক বাস্তবতার একটি তাৎপর্যপূর্ণ দলিল।

যুগে যুগে পুরুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছে নারীকে। রাবণ পাপী হলেও অগ্নিপরীক্ষা দিতে হয়েছিল সীতাকেই। 'শুদ্ধি' গল্পে লেখিকা এই চিরন্তন সামাজিক বাস্তবতারই এক মর্মস্পর্শী চিত্র তুলে ধরেছেন। গল্পের নায়িকা রমা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় দুর্বৃত্তদের হাতে নিগৃহীত হয়। পরিবারের অক্ষম পুরুষেরা তাকে সেই লাঞ্ছনা থেকে রক্ষা করতে পারেনি। অথচ সমাজ ও সংসারে তাকে পুনরায় গ্রহণ করার জন্য তারই 'শুদ্ধি' বা প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করা হয়, যা মূলত তাকে দ্বিতীয়বার অপমান করারই সামিল।

কিন্তু এই তথাকথিত শুদ্ধিকরণের পরও রমার জীবন আর আগের মতো স্বাভাবিক হয়ে ওঠে না। তার মেয়ে তাকে এড়িয়ে চলে, আর স্বামীর মন থেকেও সন্দেহ ও দ্বিধা দূর হয় না। ফলে এই মানসিক যন্ত্রণা ও সামাজিক অবহেলা তাকে ক্রমশ নিঃসঙ্গ করে তোলে। এই দুঃসময়ে দুলে বউ এর আন্তরিক সহচার্য লাভ রমাকে নতুন করে বাঁচার আশ্বাস দেয়। রমার মাধ্যমে লেখিকার উপলব্ধি –

> "এমনই অনেক দুর্ব্বল হাত পরস্পরকে আশ্রয় দিলে বল আপনি আসবে। বহুদিন চলে গেছে পুরুষের মুখ চেয়ে। আজ এমনই কোমল হাতের শক্তিই প্রয়োজন।"[৭]

এই উপলব্ধির মধ্য দিয়েই গল্পটি নারীঐক্য, আত্মমর্যাদা এবং আত্মনির্ভরতার এক শক্তিশালী বার্তা বহন করে।

বাণী রায়ের গল্পে নারীর সর্বংসহা ও কল্যাণময়ী রূপের পাশাপাশি প্রতিবাদী ও প্রতিশোধপরায়ণ রূপও সুস্পষ্টভাবে অঙ্কিত হয়েছে। 'হে মহানগরী' ও 'মীডিয়া' গল্প দুটি এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যুগে যুগে নারী পুরুষের লালসা ও নির্যাতনের

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 10
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 89 - 96
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

শিকার হয়েছে। কিন্তু আধুনিক নারী আর অবলার মতো নীরবে অন্যায় সহ্য করে না; বরং নিজের ক্ষতকে শক্তিতে রূপান্তরিত করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয় এবং প্রয়োজনে প্রতারক ও নিপীড়কের উপযুক্ত জবাব দিতেও পিছপা হয় না। 'হে মহানগরী' গল্পের মল্লী সরল, শান্ত ও স্বভাবতই নিরীহ এক তরুণী। সংসারের যাবতীয় দায়িত্বও তার কাঁধে ছিল। তাই সংসারের প্রয়োজনেই আই.এ. পাশ করার পর সে চাকরির সন্ধানে বের হয়। এই সূত্রে তার পরিচয় হয় বন্ধুর মামা হোড়ের সঙ্গে। চাকরির আশায় মল্লী নিয়মিত হোড়ের সঙ্গে দেখা করতে থাকে; কখনও তার সঙ্গে সিনেমা দেখতে যায়, আবার কখনও বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে যায়। কিন্তু লম্পট হোড়ের অসৎ অভিসন্ধি সরল মল্লী বুঝতে পারেনি। একসময় তার সরলতার সুযোগ নিয়ে হোড় তাকে ভয়াবহ নির্যাতনের শিকার করে। লেমনেডের সঙ্গে মদ মিশিয়ে মল্লীকে অচেতন করে তার ওপর পাশবিক অত্যাচার চালায় সে। এর ফলে মল্লী সন্তানসম্ভবা হয়ে পড়ে। অথচ তার প্রেমিক বীরেনও প্রকৃত ঘটনা না জেনে তাকে ভুল বোঝে এবং পরিত্যাগ করে।

কিন্তু মল্লী হোড়ের এই প্রতারণা ও অত্যাচার নীরবে মেনে নেয়নি। এতদিনের শান্ত ও সহনশীল সত্তার অন্তরালে লুকিয়ে থাকা প্রতিবাদী নারীসত্তা জেগে ওঠে। নিজের ওপর সংঘটিত চরম অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতে সে হোড়কে হত্যা করে। এর মধ্য দিয়ে মল্লীর চরিত্রে নারীর প্রতিবাদী ও প্রতিশোধ পরায়ণ রূপটি অত্যন্ত শক্তিশালীভাবে প্রকাশ পেয়েছে। গল্পের শেষে লেখিকার উপলব্ধি —

> "সে শিখিয়ে দিয়ে গেল—অত্যাচারের দিন শেষ হয়েছে। আমি প্রতীক মাত্র। কিন্তু আমার পেছনে আছে নিরুদ্ধ শক্তির সমর্থন।"[৮]

মল্লীর ব্যক্তিগত প্রতিশোধ বৃহত্তর নারীশক্তির প্রতিবাদের প্রতীকে পরিণত হয়েছে। মল্লীর চরিত্রের মধ্য দিয়ে বাণী রায় স্পষ্ট করে দেখিয়েছেন যে নারী কেবল সহনশীল ও মমতাময়ীই নয়; প্রয়োজনের মুহূর্তে সে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দুর্বার প্রতিবাদী এবং প্রতিশোধপরায়ণও হয়ে উঠতে পারে।

আবার প্রেমে প্রত্যাখ্যাত নারীর প্রতিশোধপরায়ণতা কতটা তীব্র ও ভয়ংকর হতে পারে, লেখিকা 'মীডিয়া' গল্পে তারই এক উগ্র রূপ তুলে ধরেছেন। লেখিকার ভাষায় –

> "নারী আজও প্রেমের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করিতে জানে। আজও সে প্রতিশোধ লইতে ভুলিয়া যায় নাই। সহস্র যুগের ব্যবধান অতিক্রম করিয়া নিখিল নারীর মধ্যে মীডিয়া আজিও চিরজাগ্রত।"[৯]

গ্রীক পুরাণের মীডিয়ার কাহিনির পুনরাবৃত্তির মধ্য দিয়ে লেখিকা কঙ্কা চরিত্রে নারীর সেই উগ্র ও প্রতিশোধপরায়ণ সত্তাকে মূর্ত করে তুলেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্রী কঙ্কা জয়ন্ত নামের এক যুবককে ভালোবাসত। কিন্তু জয়ন্তর কাছে কঙ্কার প্রকৃত পরিচয় ছিল রহস্যময়। কঙ্কা নিজেকে কায়স্থ বলে পরিচয় দিলেও পরবর্তীকালে জানা যায়, সে আসলে এক খুনির চণ্ডাল-কন্যা। এই পরিচয় প্রকাশিত হওয়ার পর জয়ন্ত দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং কঙ্কাকে পরিত্যাগ করে মায়ের পছন্দ করা পাত্রীকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেয়। জয়ন্তর এই প্রত্যাখ্যান কঙ্কা কোনোভাবেই মেনে নিতে পারেনি। প্রেমে ব্যর্থতার যন্ত্রণা ক্রমে তার মনে তীব্র প্রতিহিংসায় রূপ নেয়। শেষ পর্যন্ত সে জয়ন্তর নববিবাহিতা বধূর মুখে নাইট্রিক অ্যাসিড নিক্ষেপ করে তার প্রতিশোধ নেয়। এর মধ্য দিয়ে কঙ্কার চরিত্রে প্রেমের কোমলতার পাশাপাশি নারীর প্রবল আত্মমর্যাদাবোধ, ক্রোধ ও প্রতিশোধ স্পৃহাও প্রকাশ পেয়েছে। অতএব, লেখিকা কঙ্কা চরিত্রের মাধ্যমে দেখিয়েছেন— নারী যেমন ভালোবাসার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করতে পারে, তেমনি সেই ভালোবাসায় প্রত্যাখ্যাত ও অপমানিত হলে প্রতিশোধ নিতেও সে পিছপা হয় না। গ্রীক পুরাণের মীডিয়ার মতোই কঙ্কার মধ্যেও প্রেম, বেদনা ও প্রতিহিংসার এক তীব্র ও ভয়ংকর রূপের প্রকাশ ঘটেছে।

বাণী রায় ছিলেন দুঃসাহসী ও সময়ের তুলনায় অগ্রবর্তী এক লেখিকা। তাঁর 'সাফো' ও 'বার্নিং ব্রাইট' গল্পের কাহিনি বিশ্লেষণ করলে এর যথার্থতা উপলব্ধি করা যায়। 'সাফো' গল্পে এক সমকামী নারীর কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। দরিদ্র স্কুলশিক্ষয়িত্রী মন্দিরা গ্রিক কবি সাফোর মতোই সমাজ ও প্রকৃতির প্রচলিত নিয়মের বিরুদ্ধে গিয়ে সহকর্মী বিভাকে ভালোবাসত। কিন্তু নারীর প্রতি নারীর প্রেমকে সমাজের চোখে শুধু পাপ হিসেবেই দেখা হয়নি, বরং তা পৈশাচিকতার সমতুল্য বলে বিবেচিত হয়েছে। মন্দিরা ও বিভার এই সমকামী সম্পর্ককে সমাজ তথা অনলের মতো পুরুষেরা মেনে নিতে পারেনি। অনলের কাছে মন্দিরার এই আচরণ ছিল অত্যন্ত গর্হিত। তার বক্তব্য—

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 10
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 89 - 96
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> "যে মেয়ে পুরুষের দাবিতে ভাগ বসায়, তাকে শাস্তি যে দিতেই হয়। পুরুষকে বাদ দিয়ে যার চলতে পারে, সে তো পুরুষের শত্রু। তাই তাকে জয় করে প্রতিশোধ নিতে হয়।"[১০]

এই মানসিকতা থেকেই অনল মন্দিরাকে শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে তার সৌন্দর্যের মোহিনী শক্তিকে কাজে লাগায় এবং ধীরে ধীরে মন্দিরাকে নিজের প্রতি আসক্ত করে তোলে। একসময় মন্দিরার মনে অনলের প্রতি গভীর প্রেমের জন্ম হয়। সে অনলের কাছে আত্মসমর্পণ করতে চায়। কিন্তু অনল তখন তাকে নির্মমভাবে প্রত্যাখ্যান করে। এই প্রত্যাখ্যান মন্দিরার পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব হয় না। শেষ পর্যন্ত প্রেমে ব্যর্থ ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত মন্দিরা গ্রিক কবি সাফোর মতোই আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। এইভাবে 'সাফো' গল্পে বাণী রায় একদিকে যেমন সমকামী নারীর প্রেম ও তার সামাজিক সংকটকে তুলে ধরেছেন, অন্যদিকে তেমনি পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রতিহিংসাপরায়ণ ও দমনমূলক মানসিকতারও পরিচয় দিয়েছেন। ফলে গল্পটি তাঁর সময়ের তুলনায় অত্যন্ত সাহসী ও প্রগতিশীল চিন্তার পরিচায়ক।

নারীর আদিম, বন্য প্রেম তথা দেহবাদী প্রেমের এক স্বতন্ত্র রূপ চিত্রিত হয়েছে 'বার্নিং ব্রাইট' গল্পে। তৎকালীন সময়ে যখন বহু লেখক সাহিত্যে দেহবাদকে উপেক্ষা করেছেন, এমনকি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেহবাদী লেখক বলা হলেও 'পুতুলনাচের ইতিকথা'-য় শশীর মুখ দিয়ে উচ্চারিত হয়েছে— "শরীর!শরীর! তোমার মন নাই, কুসুম?" - তখন একজন নারী লেখক হিসেবে কুরুবকী চরিত্রের মধ্য দিয়ে আদিম ও বন্য প্রেমকে প্রতিষ্ঠা করা নিঃসন্দেহে দুঃসাহসিকতার পরিচায়ক। অবিবাহিত কুরুবকীর পাণিপ্রার্থী ছিল বিদ্যার দাদা। কিন্তু বন্য প্রেমে মত্ত কুরুবকীর কাছে শিক্ষিত, ভদ্র পুরুষের প্রেম মোটেই কাম্য নয়। কারণ তার কাছে প্রেম কেবল মানসিক অনুভূতি নয়; তার মতে –

> "প্রেম অর্থেই হৃদয় বিনিময় নয়, দেহও প্রেম দিতে জানে।"[১১]

দেহ ও প্রেমের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কই তার কাছে অধিক সত্য। তার জীবনে এই আদিম, বন্য প্রেমই স্থায়ী সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, যা কোনো শিক্ষিত ও ভদ্র পুরুষের কাছ থেকে সে প্রত্যাশা করে না। এই কারণেই কুরুবকী বন্য শিকারিকে নিজের ড্রাইভার হিসেবে নিযুক্ত করে এবং তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে নিজের প্রেমের আকাঙ্ক্ষাকে পূর্ণতা দেয়। শেষ পর্যন্ত সে বিবাহিত জীবনের প্রচলিত সামাজিক কাঠামোকে গ্রহণ না করে চিরকুমারী থেকে যায়। এভাবেই কুরুবকী চরিত্রের মধ্য দিয়ে লেখিকা নারীর দেহ, কামনা ও প্রেমের স্বাধীন আকাঙ্ক্ষাকে সাহসিকতার সঙ্গে প্রতিষ্ঠা করেছেন।

প্রেমের বিচিত্র রূপের অঙ্কনের মধ্য দিয়ে নারী চরিত্রের বহুমাত্রিক দিক চিত্রিত হয়েছে বাণী রায়ের একাধিক গল্পে। নিঃস্বার্থ প্রেমের এক অপরূপ ভাষ্য তাঁর 'উপহার' গল্পটি। এই গল্পে একই সঙ্গে নারীর দুই বিপরীত রূপ অঙ্কিত হয়েছে— একদিকে ছলনাময়ী ও স্বার্থপর নারী সুচারু, অন্যদিকে নিঃস্বার্থ প্রেমের প্রতীক কুন্তলা। পত্রিকা অফিসের সম্পাদক সুন্দরী সুচারুদেবী কথক শ্রীদেবের আরাধ্য দেবী। সুচারু নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য কলেজে অধ্যাপনার চাকরি গ্রহণ করতে শ্রীদেবকে বিরত রাখে। তার সৌন্দর্য ও বাকপটুতায় মোহিত শ্রীদেব সুচারুর প্রকৃত চরিত্র উপলব্ধি করতে পারে না। ফলে কলেজের অধ্যাপনার সুযোগ প্রত্যাখ্যান করে সে সম্পাদনা অফিসেই থেকে যায়। এর ফলে সে পিতার বিরাগভাজন হয় এবং পিতা তাকে ত্যাজ্যপুত্র করেন। সুচারুর প্রতি অন্ধ অনুরাগই শ্রীদেবের জীবনে এই পতনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

অন্যদিকে, একই অফিসের কর্মী কুন্তলা আপাতদৃষ্টিতে কুরূপা হলেও তার অন্তরের সৌন্দর্য তাকে পাঠকের মনিকোঠায় চিরস্মরণীয় করে রাখে। কুন্তলা শ্রীদেবকে নীরবে ভালোবাসত। তাই শ্রীদেবের করা সমস্ত অপমান সে নীরবে সহ্য করেছে এবং সবসময় তার মঙ্গল কামনা করেছে। শ্রীদেব যখন কলেজে অধ্যাপনার সুযোগ পায়, তখন কুন্তলাই তাকে সেই সুযোগ গ্রহণ করার জন্য উৎসাহিত করে। কিন্তু শ্রীদেব কুন্তলার কথা উপেক্ষা করে সুচারুর পরামর্শই অনুসরণ করে। শ্রীদেবের এই পতন কুন্তলা মেনে নিতে পারেনি; অভিমান ও বেদনায় সে সম্পাদনার কাজ ছেড়ে চলে যায়। গল্পের শেষে দেখা যায়, জীবনসায়াহ্নে কুন্তলা তার দীর্ঘদিনের ভালোবাসার কথা প্রকাশ করে এবং সারা জীবনের সঞ্চয় দিয়ে কেনা বিস্তীর্ণ জমিটি প্রেমের উপহার হিসেবে গ্রহণ করার জন্য শ্রীদেবকে অনুরোধ জানায়। তার প্রেমে কোনো স্বার্থের লেশমাত্র ছিল না; ছিল কেবল নিঃশর্ত ভালোবাসা ও প্রিয় মানুষের মঙ্গলকামনা। কুন্তলার এই চরিত্র যেন কবির সেই বাণীরই মূর্ত প্রতীক— 'আমি রূপে তোমায় ভোলাব না, ভালোবাসায় ভোলাব।' বাহ্যিক সৌন্দর্যের আড়ালে যেখানে সুচারুর স্বার্থপরতা

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 10
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 89 - 96
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ও ছলনা প্রকাশ পেয়েছে, সেখানে কুন্তলার আপাত কুরূপতার অন্তরালে ফুটে উঠেছে নির্মল, নিঃস্বার্থ ও মহৎ প্রেম। এই বৈপরীত্যের মধ্য দিয়েই বাণী রায় 'উপহার' গল্পে নারী চরিত্রের বহুমাত্রিক রূপকে সার্থকভাবে তুলে ধরেছেন।

আরও এক সর্বত্যাগী নারীর রূপ আমরা পাই 'তুহিন ক্রান্তি' গল্পের সুজাতা চরিত্রে। সুজাতার প্রেমিক দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হলে তাকে সুস্থ করে তোলার জন্য সে সর্বপ্রকার চেষ্টা করে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়। প্রিয় মানুষটিকে বাঁচাতে না পেরে সুজাতা সমস্ত জাগতিক সুখ-ঐশ্বর্য ত্যাগ করে তপস্বিনীর জীবন বেছে নেয়। তার এই আত্মত্যাগ, প্রেম ও বৈরাগ্য তাকে এক অনন্য সর্বত্যাগী নারীর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে।

"নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার কেন নাহি দিবে অধিকার, হে বিধাতা?" — এই চিরন্তন প্রশ্নের মর্মার্থকে ধারণ করে বাণী রায় নীতি ও আদর্শের প্রচলিত পরম্পরাকে অতিক্রম করে তাঁর সাহিত্যে নারীর আপন ভাগ্য জয়ের অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তাই তাঁর সাহিত্যে নারী কেবল জননী, জায়া কিংবা কন্যার প্রচলিত পরিচয়ে সীমাবদ্ধ থাকেনি; বরং বহুবিচিত্র রূপে ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। তিনি যেমন নারীর স্নেহময়, মহানুভব ও নিঃস্বার্থ রূপকে সযত্নে চিত্রিত করেছেন, তেমনি কুটিল, স্বার্থপর, নিষ্ঠুর ও নীচ চরিত্রের নারীদের চিত্রায়ণেও কোনো দ্বিধা করেননি। তাঁর সাহিত্যে, বিশেষত ছোটগল্পে, নারী এক নতুন ও স্বতন্ত্র রূপে উপস্থাপিত হয়েছে। তাঁর গল্পের নারী ব্যক্তিত্বময়ী, স্বাধিকার-সচেতন ও আত্মনির্ভর; তারা নিজেদের ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা ও অভিমতকে অনায়াসে ও অকপটে প্রকাশ করতে সক্ষম। এ প্রসঙ্গে রথীন্দ্রনাথ রায়ের উক্তিটি উল্লেখ্য –

> "সাহিত্যের বিচিত্রক্ষেত্রে তাঁর স্বচ্ছন্দ সঞ্চরণ। কিন্তু সাহিত্যজীবনের প্রথম থেকেই তাঁর শিল্পীব্যক্তিত্বের এমন একটি সহজ প্রত্যয় ছিল, যা অনায়াসেই চিনিয়ে দিয়েছিল যে তিনি কারো প্রতিধ্বনি নন—নজির মিলিয়ে অভ্যস্ত পথে পা টিপে টিপে সতর্কভাবে চলা তাঁর স্বভাব নয়। জীবনের অকুণ্ঠ সত্যভাষণ যেখানে দ্বিধাগ্রস্ত, নীতিকথা ও চিরাচরিত সংস্কার যেখানে সত্যকে বিভ্রান্ত করে, আদর্শের নামে যেখানে জীবনের পায়ে জড়তার শৃঙ্খল পরিয়ে দেওয়া হয়, শ্রীমতী রায় তার সঙ্গে কোনদিনই আপোষ করতে পারেননি। শুধু আপোষ করেননি বললেও সবটুকু বলা হবে না—তিনি তার শতসংস্কারে আবদ্ধ প্রাচীন দুর্গদ্বারে আঘাত হেনেছেন।"[১২]

বাণী রায়ের এই স্বাতন্ত্র্য তাঁর নারীচরিত্র নির্মাণেও সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। প্রচলিত নৈতিকতা, সামাজিক সংস্কার ও আদর্শের আরোপিত কাঠামোর বাইরে গিয়ে তিনি নারীর নিজস্ব সত্তা, ইচ্ছা ও আত্মপরিচয়ের অধিকারকে সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ফলে তাঁর নারীচরিত্র একদিকে যেমন সমাজবাস্তবতার প্রতিচ্ছবি, অন্যদিকে তেমনি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও আত্মমর্যাদারও শক্তিশালী প্রকাশ।

Reference:

১. ইসলাম, নজরুল, নজরুল রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, সাম্যবাদী, 'নারী' কবিতা, বাংলা একাডেমী ঢাকা, জন্মশতবর্ষ সংস্করণ, পৃ. ৮৯
২. ঘোষ, সুদক্ষিণা, 'বাণী রায় রচনাবলী', দ্বিতীয় খণ্ড, এবং মুশায়েরা, ২০২০, পৃ. ২৯২
৩. রায়, বাণী, 'শূন্যের অঙ্ক', কলকাতা, জিজ্ঞাসা, কার্তিক ১৩৫৪, প্রথম প্রকাশ, পৃ. ৪২
৪. তদেব, পৃ. ৪৮
৫. তদেব, পৃ. ৬০
৬. তদেব, পৃ. ১১০
৭. তদেব, পৃ. ১৫২
৮. রায়, বাণী, 'বর্ষাবিজয়', কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ, ১৩৩৫, প্রথম প্রকাশ, পৃ. ৫০
৯. রায়, বাণী, 'পুনরাবৃত্তি', কলকাতা : মিত্রালয়, শ্রাবণ ১৩৬৩, তৃতীয় মুদ্রণ, পৃ. ২১
১০. তদেব, পৃ.১১২

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 10
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 89 - 96
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

১১. রায়, বাণী, 'প্রেমের যৎকিঞ্চিৎ', কলকাতা : রামায়ণী প্রকাশ ভবন, ১৯৭৫, পৃ. ১৮৯
১২. রায়, বাণী, 'প্রেমের যৎকিঞ্চিৎ', ভূমিকা অংশ, রথীন্দ্রনাথ রায়, কলকাতা: রামায়ণী প্রকাশ ভবন, ১৯৭৫